সুকুমার রায়-এর
অন্যান্য কবিতা

সুকুমার রায়-এর
অন্যান্য কবিতা

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

মেঘ

সাগর যেথা লুটিয়ে পড়ে নূতন মেঘের দেশে—
আকাশ-ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু, ঘুমায় সেথা আকাশ দোলায় শুয়ে—
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা—কূলকিনারা ছাড়ি,
রং বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশবিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছনা রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন অকূলের সন্ধানেতে কোন পথে যায় ভেসে—
পথহারা কোন গ্রামের পরে নাম জানা নেই-দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্ বিদিকে লাগে,
আগল ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে আঁধার আসে ঘিরে!
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে—দুন্দুভি দেয় সাড়া!
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা।

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে গানের চোটে ঘুমটি ছোটে —
চোখটি খোলো, গাত্র তোলো — আরে মোলো সকাল হলো।
হায় কি দশা পড়তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা —
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে !
স্কুলের পড়া বিষম তাড়া, কানটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে।
খেলতে যে চায় খেলবে কি ছাই বৈকেলে হায় সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেদিন জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে;
ভাঙল মেলা সাধের খেলা — আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা —
মুখটি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপসা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার হপ্তা কাবার!

নূতন বৎসর

'নূতন বছর! নূতন বছর!' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজকে আমার সূর্যি মামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্কিলাসান করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগল তালা, থামল সাধের পড়ার ঘানি।

একজামিনের বিষম ঠেলা চুকল রে ভাই, ঘুচল জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক তবে আজ 'হকির' পালা।
কোনখানে কোন মেজের কোণে, কলম কানে, চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দিবেন হকির গোলা, শঙ্কা ত নাই তাহার তরে,
তঙ্কা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে !

আয় তবে আয়, নবীন বরষ ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয়রে সুখের ছুটির দিনে আম-কাঁটালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখির নীড়ে চাঁদের হাটে আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মত,
জয় হে তোমার, নূতন বছর! তোমার যে গুণ, গাইব কত ?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচল কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে, নূতন আশায়, নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

লোভী ছেলে

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,

আধ আধ ঝাপসা বুলি
কোন কথা কয়না খুলি।

বসে বসে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে—

শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে?

একটু খানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,

নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে
তুলব বাড়ি মাথায় ক'রে।

আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি) !
তার যে ছিল ময়ূর—(না না.
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা) ।
উঠানে তার থাকত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা) ?
শুনেছি তার পিশতুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বলত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বলবে কিরে)।
যা হোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি) !
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ করেছি) ।
তারপরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেদিন না তার ওষুধ গেলা,
অমনি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা? টাক যে ভরা!)
হোক না টেকো তোর তাতে কি?
গোমরামুখো মুখ্যু ঢেঁকি!
ধরব ঠেসে টুঁটির পরে
পিটব তোমার মুণ্ডু ধরে।
এখন বাছা পালাও কোথা?
গল্প বলা সহজ কথা ?

কানে খাটো বংশীধর

কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুনগুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি ॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপুর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর।।
বংশীধর বলে, “আহা, না জানি কি পাখি
সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি।।
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি।।”
এদিকে বেড়াল ভাবে, “এযে বড় দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায় ।।
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায়।
আর তো চলে না সহা এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি।।”
বংশীধর ভাবে, “একি! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই ‘ফ্যাঁস’ সুর ধরে।।”
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি।

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন, ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা !
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙিন বেশে রঙিন ফুলে রঙিন প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে দেখছে না তা — নাইবা যদি দেখে —
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে !
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি !

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারি কাছে।।

সাহস !

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে।
আঁধার ঘরে ঢুকতে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুর দুর জুজুর নামটি শুনে।
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও ত থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাইনেকো আহাম্মুকের মত।
মামার বাড়ির কুকুর দুটোর বাঘের মত চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এমনি আমার রোখ !
এমনি আরো নানান দিকে সাহস আমার খেলে
সবাই বলে "খুব বাহাদুর" কিংবা "সাবাস্ ছেলে"।
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ'লে কান্না আসে কেন?
সাহস টাইস সব যে তখন কোনখানে যায় উড়ে —
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

ও বাবা!

পড়তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র্ ঘড়র্ নাক ডাকান ধূম ?
সখ যে বড় বেজায় দেখি — দিনের বেলায় ঘুম!

বাতাস পোরা এই যে থলি দেখছে আমার হাতে,
দুড়ুম ক'রে পিটলে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়বে কূপোকাৎ
লাগাও তবে — ধূমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!

ও বাবারে! এ কেরে ভাই ? মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি!
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আসছে আমায় তেড়ে —
আর কেন ভাই? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে!

আজব খেলা

সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্যি মামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভ'রে ভ'রে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন নূতন ক'রে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরোয় না কি সোনার খেলা ? রঙের নাহি পার ?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার ?

সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠছে জেগে — সেই কথা কি সূর্যি মামা জানে ?

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ —
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন ?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু —
পড়ার কথা খাতায় পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে!
মন চলে না—মুখে চলে যায় আবোলতাবোল ব'কে!
কানটা ঘোরে কোন মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা, ও কান দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি;
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি।
কল্পনাটা স্বপ্নে চ'ড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে —
আর কি রে মন বাঁধন মানে? ফিরতে কি চায় পাঠে?
পড়ার চাপে ছটফটিয়ে আর কিরে দিন চলে ?
ঝুপ ক'রে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে।